ও ভারসাম্য আসে তাকেই ক্যাথারসিস বলে উল্লেখ করেছেন আরিস্টটল। ক্যাথারসিস শিল্পের শ্রোতা ও দর্শকদের পক্ষে আনন্দদায়ক। অনেকেই বলেন কাব্য সম্পর্কে প্লেটো-র অভিযোগের উত্তর হল আরিস্টটল-কথিত ক্যাথারসিস।

এখানেই আমাদের প্লেটো এবং আরিস্টটল-এর শিল্পতত্ত্ব তথা অনুকরণ-তত্ত্বসম্পর্কিত তুলনাত্মক আলাচনা সম্পূর্ণ হয়। আমরা দুজনেরই অবস্থান স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি।

শিল্পের অনুকরণতত্ত্ব বিষয়ে আরিস্টটল-এর আরও একটি চিন্তা-শৃঙ্খলা আমাদের মুগ্ধ করে। শিল্প যে অনুকরণ— এই ধারণা আরিস্টটল-পূর্ববর্তী গ্রিক চিন্তাবিদদের ছিল। প্লেটো-র লেখার মধ্যেই আমরা তার নিদর্শন পেয়েছি। কিন্তু সেই ধারণা ছিল ভাববাদী এবং অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্পর্কিত বিশ্বাস-সংলগ্ন। আরিস্টটল-এর অনুকরণ-তত্ত্ব তুলনায় অনেক বেশি বিজ্ঞান-সম্মত, বাস্তব এবং সর্বজনগ্রাহ্য। এছাড়াও আরিস্টটল একটি মৌল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে অসাধারণ মনীষার স্বাক্ষর রেখেছেন। সব শিল্পই অনুকরণ— একথা বলার পর বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে পার্থক্য কীভাবে করা হবে তা তিনি নির্দেশ করে দিয়েছেন। তাঁর লেখা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে পৃথকত্ব নির্ণয় করা হয় অনুকরণের বিষয়, অনুকরণের মাধ্যম এবং অনুকরণের পদ্ধতির পার্থক্য দ্বারা। যদিও আরিস্টটল বিষয়টির ব্যাখ্যা খুব সংক্ষেপেই সেরেছেন তবু তাঁর ওই শ্রেণি-বিভাজনের যৌক্তিকতা এতই গভীর যে এখনও আমরা তা অনায়াসেই অনুকরণ করে থাকি।

কাব্যতত্ত্ব গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদেই আরিস্টটল কয়েকটি বাক্যে বলে দিয়েছেন যে, কাব্যের তথা শিল্পের বিভিন্ন শ্রেণি-বিভাগ আছে এবং বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে পার্থক্যের প্রকৃতি নিয়ে তিনি আলোচনা করবেন। তারপরেই তিনি বলেছেন সব ধরনের শিল্পই অনুকরণ—"মহাকাব্য, ট্রাজেডি, কমেডি এবং দিথুরামব কাব্য, বাঁশি বাজানো, কিথারা বাজানো— এই সব কিছুকেই সাধারণভাবে বলা চলে অনুকরণ। এরা (অবশ্য) পরস্পরের থেকে তিন ভাবে পৃথক, হয় তাদের মাধ্যমে, কিংবা বিষয়বস্তুতে কিংবা অনুকরণের রীতিতে। (প্রথম পরিচ্ছেদ, অনুবাদ শিশিরকুমার দাশ) আরিস্টটল-এর এই বিশ্লেষণেই আমরা প্রথম বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পৃথকীকরণের ধারণা পাই। অনুকরণের বিষয় সম্পর্কে তিনি *কাব্যতত্ত্ব* গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলেছেন—'অনুকরণের বিষয় হল মানুষ ও তার ক্রিয়াকলাপ।' এই সংক্ষিপ্ত উক্তিটিতে এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, মানুষ ছাড়া শিল্পের অন্য কোনো অবলম্বন নেই'। আরিস্টটল মাত্র এটুকুই বলেছেন। আমরা বিষয়টিকে আরও একটু ব্যাখ্যা করতে পারি। ভাষাশিল্পে, চিত্রকলায় এবং মূর্তিকলায় সরাসরি মানুষকে প্রতিরূপায়িত করা হয়। কিন্তু যখন ছবি বা ভাস্কর্যে কোনো প্রাকৃতিক বস্তু, যেমন— বৃক্ষলতা, নদী, পর্বত ইত্যাদি অনুকরণ করা হয়, তখনও তা মানুষেরই দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত বলে এবং মানুষেরই ক্রিয়া রূপে উপস্থাপিত বলে মানুষই সেখানে বিষয়— এমনই মনে করেছেন আরিস্টটল। পশু-পাখির অনুকরণ সম্পর্কেও সে কথাই প্রযোজ্য।

এরপরে আরিস্টটল অনুকরণের বিষয় সম্পর্কে একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন— মানুষ হয় দুই শ্রেণির, ভালো এবং মন্দ। সাধুতা এবং নীচতার মানদণ্ডে মানুষের নৈতিক চরিত্রের বিচার হয়। শিল্পে এই ভালো এবং মন্দ উভয় শ্রেণিকেই বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। কাব্য, চিত্রকলা, সংগীত—সব শিল্প সম্পর্কেই এই উক্তি প্রযোজ্য।

প্রথম পরিচ্ছেদে আরিস্টটল অনুকরণের মাধ্যম প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। মোটের উপর বিশদভাবেই তিনি বলেছেন— অনুকরণ করা হয় "কখনও রং ও রূপের সাহায্যে, কখনও কণ্ঠস্বরের সাহায্যে।"

স্পষ্টতই এখানে তিনি চিত্রশিল্প এবং কণ্ঠসংগীত বা আবৃত্তির কথা বলেছেন। আবার তাঁর মতে অনুকরণ করা হয়—"কখনও শুধু ছন্দে, কখনও শুধু ভাষায়, কিংবা সুরে, আর কখনও এদের সমাহারে।" তিনি কেবল ছন্দে অনুকরণের উদাহরণ হিসেবে নৃত্যের উল্লেখ করেছেন। "আবার নাচের সময় নর্তকেরা সুর নয়, শুধু ছন্দের উপর নির্ভরশীল, ছন্দোময় দেহভঙ্গির সাহায্যে তাঁরা অনুকরণ করেন চরিত্র অভিজ্ঞতা এবং ঘটনা।" যদিও নৃত্যের সময় নর্তকের দেহ হল প্রধান মাধ্যম— একথা মনে রাখতে হবে। কেবল সুর এবং ছন্দ ব্যবহার করে অনুকরণ করা হয় বাঁশি, কিথারা, পাইপ এবং অন্যান্য যন্ত্রসংগীতে।

এরপরে আরিস্টটল সাহিত্যের প্রসঙ্গে এসেছেন। সাহিত্য শব্দটির তখনও প্রচলন হয়নি। আরিস্টটল লিখেছেন—"আর একটি শিল্প আছে, যেখানে অনুকরণ করা হয় কখনও পদ্যে, কখনও গদ্যে। কখনও বা এক ধরনের ছন্দে, কখনও বা একাধিক ছন্দে সেই শিল্প গঠিত হয়। এই শিল্পটির এখনও পর্যন্ত নামকরণ করা হয়নি.....।" (প্রথম পরিচ্ছেদ) আরিস্টটল এখানে ভাষা-মাধ্যমের শিল্পের কথাই বলেছেন। উদাহরণ হিসেবে মহাকাব্য, এলিজি নোম কবিতা, ট্র্যাজেডি এবং কমেডি ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন।

এই পরিচ্ছেদেই অত্যন্ত সতর্কভাবে আরিস্টটল বলে দিয়েছেন— যেন মাধ্যম ও পদ্ধতিগত সাদৃশ্য দেখে বিষয়ের পার্থক্য ভুলে যাওয়া না হয়। বিজ্ঞানের বইও ছন্দোবদ্ধভাবে লেখা যায়। কিন্তু সেই লেখককে কবি আখ্যা না দেওয়াই ভালো। আরিস্টটল বলেননি কিন্তু আমরা বুঝতে পারব যে, অবলম্বিত বিষয় যদি মানুষ ও তার ক্রিয়াকলাপ না হয় তাহলে তাকে শিল্প বলা যায় না। আরিস্টটল-এর ভাষায়—".....তাঁরা ছন্দে পদ্য লেখেন বলে তাঁদের কবি বলা হয়। এমনকি চিকিৎসাবিদ্যা কিংবা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধেও পদ্যে বই লিখলেই লোকে প্রথাবশত তার রচয়িতাকে কবি আখ্যা দেয়। অথচ হোমার (হোমের) আর এমপেদোক্লেস-এর (রচনার) মধ্যে ছন্দ ছাড়া আর কোন মিল নেই। এদের একজনকে কবি ও অন্যজনকে বিজ্ঞানী বলাই সঙ্গত।" [প্রথম পরিচ্ছেদ]

অনুকরণের পদ্ধতি সম্পর্কে আরিস্টটল প্রধানত *কাব্যতত্ত্ব* গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে কিছু কথা বলেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেও অনুকরণের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু কিছু কথা আছে। পদ্ধতির আলোচনা করতে গিয়ে আরিস্টটল কেবল ভাষাশিল্পের প্রসঙ্গেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন। প্রথমেই তিনি লিখেছেন—"যেমন একই বিষয় একই পদ্ধতিতে রচনা করার সময় এটা খুবই সম্ভব যে কিছুটা বর্ণনার মধ্য দিয়ে বলা যায়, আর কিছুটা, যেমন হোমার করেছেন, লেখক যেন একটি চরিত্রের ভূমিকা নিয়েছেন, কিংবা সোজাসুজি নিজেই বলা যায়, কিংবা চরিত্রগুলিই যেন জীবন্ত, তারাই সব ঘটাচ্ছে এমন ভাবেও বর্ণনা করা সম্ভব।" (তৃতীয় পরিচ্ছেদ) বোঝাই যায় যে আরিস্টটল এখানে অনুকরণের পদ্ধতির পার্থক্যের দিক থেকে মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডি তথা নাটককে ভিন্ন ভিন্ন গোত্রে রেখেছেন। লেখক সরাসরি বর্ণনা করছেন সব কিছু, অথবা একটি চরিত্রের দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করে বর্ণনা করছেন তার বিষয়— এটি হল মহাকাব্যের অনুকরণ পদ্ধতি। আবার যেখানে চরিত্রগুলিই জীবন্ত এবং সবকিছু ঘটাচ্ছে— এই পদ্ধতিতে অনুকরণ-করা হয়, তখন তা হবে নাটক।

পদ্ধতি সম্পর্কে মাত্র এটুকুই কথা আছে তৃতীয় পরিচ্ছেদে। কিন্তু যখন দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আরিস্টটল বলেন বাস্তবের চেয়ে মহত্তর, বাস্তবের চেয়ে হীনতর এবং যথাযথ বাস্তব—এভাবেও কোনো মানুষের অনুকরণ করা যায় তখন সেখানেও একটি পদ্ধতির পার্থক্য অনুভূত হয়। বাস্তবের চেয়ে মহত্তর পদ্ধতিতে ট্র্যাজেডিতে মানুষের অনুকরণ করা

হয়; বাস্তবের চেয়ে হীনতর করে মানুষকে দেখানো হয় কমেডিতে—একথা আরিস্টটল বলেছেন।

আরিস্টটল অনুকরণের এই বিশ্লেষণ এবং বিভাজন যেভাবে করেছেন তা তাঁর সময়ের পক্ষে ছিল বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচায়ক। অনেক কাল পরে অষ্টাদশ শতকের জার্মান শিল্পতত্ত্ববিদ জি. ই. লেসিং এই শিল্পতত্ত্বে একটি সুচিন্তিত নতুন ধারণা যোগ করেন। তিনি বলেছিলেন যে, অনেক সময়ে বিষয়ের ভিন্নতার কারণেও পদ্ধতির পার্থক্য ঘটে থাকে। এজন্য চিত্রকলা এবং সংগীতের অনুকরণ-রীতির সঙ্গে সাহিত্যের অনুকরণ-রীতি সব সময় একই মানদণ্ডে বিচার্য নয়।

সকল শিল্পই যে অনুকরণ—এই ধারণা আরিস্টটল-এর আগেও চিন্তাবিদরা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু এই অনুকরণ কীসের অনুকরণ সে-সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিল অবাস্তব। তাঁদের ধারণায় অস্তিত্ব ছিল এক অ-লৌকিক বিশ্বের। তাঁদের মতে পৃথিবী সেই অ-লৌকিক বিশ্বের আদর্শে ঈশ্বরের হাতে গড়া প্রথম অনুকরণ এবং তা-ও অসম্পূর্ণ। এই ধরনের অ-প্রমাণসাপেক্ষ আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের স্তর থেকে বিজ্ঞানমনস্ক বাস্তববাদী আরিস্টটল অনুকরণকে একটি জাগতিক সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর মতে এই পৃথিবী সম্পূর্ণ বাস্তব এবং তাকেই শিল্পীরা অনুকরণ করেন। সেই অনুকরণই শিল্প। আজ পর্যন্ত এই ধারণার কোনো বিকল্প প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

আরিস্টটল অনুকরণকে প্রভূত মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর সুচিন্তিত উক্তি— অনুকরণ মানুষের স্বাভাবিক ক্রিয়া, অনুকরণ মানুষের সর্বপ্রকার শিক্ষার সোপান, অনুকরণ আনন্দদায়ক, এবং অনুকরণই মানুষের সৃষ্টিকর্মের উৎস। এ-কথাগুলির কোনোটিই ভুল নয়। এত স্পষ্টভাবে তাঁর আগে অনুকরণকে এভাবে কেউ ব্যাখ্যা করেননি।

আরিস্টটল-এর সর্বাধিক কৃতিত্ব শিল্প হিসেবে অনুকরণের যথার্থ ব্যাখ্যা দান। আরিস্টটল-এর পূর্ববর্তী চিন্তাবিদরা লক্ষ করেছিলেন যে, অনুকরণ একেবারে যথাযথ প্রতিরূপ হয় না। এ জন্য প্লেটো অনুকরণকে ত্রুটিযুক্ত, অসম্পূর্ণ এবং মিথ্যাচার বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু আরিস্টটল-ই প্রথম ঘোষণা করেন যে যথাযথ প্রতিরূপ হয়ে ওঠা অনুকরণের কাজ নয়। যা ঘটেছে, যা ঘটে থাকে, যা ঘটা সম্ভব এবং যা ঘটা উচিত—এই সব কিছুর সমন্বয়ে মানুষ তার অনুকরণ-ক্রিয়াকে সৃষ্টির পর্যায়ে তুলে নিয়ে যেতে পারে। তা-ই হল প্রকৃত শিল্প। এজন্য আরিস্টটল-এর অনুকরণতত্ত্ব শিল্পতত্ত্ব হিসেবে আজও সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে আছে।

আরিস্টটল-বিবৃত অনুকরণতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে প্রথম পূর্ণাঙ্গ শিল্পতত্ত্ব যার সাহায্যে সাহিত্য-শিল্পের যথার্থ রূপ বিচার করা হয়। সৃষ্টিশীল শিল্প আর প্রয়োজনাত্মক শিল্পের প্রভেদ প্রথম স্পষ্টভাবে করেছেন তিনি। তিনিই প্রথম যিনি স্বচ্ছ করে দেন সাহিত্য, শিল্পের প্রয়োজনীয়তা, রাজনীতি, ধর্ম আর অন্য সব বিষয়ে প্রয়োজনীয়তা থেকে স্বতন্ত্র। আরিস্টটল-ই সবার আগে ব্যাখ্যা করে দেন নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সর্বজনীনতার প্রকাশ— শিল্প-সাহিত্যের এই প্রাথমিক লক্ষণটি। এভাবেই তিনি শিল্পের মধ্যে জীবনের গভীর উপলব্ধি ও জীবনের সত্যকে অনুভব করেছেন। শিল্প-সাহিত্যের যে সংজ্ঞা তিনি নির্দেশ করেছেন তাঁর অনুকরণতত্ত্বে, দ্বি-সহস্রাধিক বর্ষ ব্যাপ্ত সময়স্রোতে তা আলোচিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। তথাপি এখনও সে-তত্ত্বের অনতিক্রম্যতা প্রতিষ্ঠিত সত্য। তাই বলা যায় আরিস্টটল-বিবৃত অনুকরণতত্ত্ব যথার্থই সাহিত্য-সম্পর্কিত একটি ক্লাসিক তত্ত্ব।